



66193 - তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখার হুকুম

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তি ১১ ই যলিহজ্জ ও ১২ ই যলিহজ্জ রোযা রেখেছে। তার এ রোযা পালনরে হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যলিহজ্জরে ১১, ১২ ও ১৩ তারখিকে তাশরকিরে দনি বলা হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি এ দনিগুলোতে রোযা রাখতে নষিধে করছেন। শুধুমাত্র তামাত্তু কথিবা কবরান হজ্জকারীর কেরবানী করার মত সামর্থ্য না থাকলে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এ দনিসমূহে রোযা রাখার ছাড় দেননি। সহিহ মুসলমি (১১৪১) নুবাইশা আল-হুযালি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছে- পানাহারের দনি ও আল্লাহর যকিরিরে দনি।”

মুসনাদে আহমাদে (১৬০৮১) হামযা বনি আমর আল-আসলামি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি দেখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে মীনাতে এক ব্যক্তি উটের পিঠে চড়ে মানুষের অবস্থানস্থলে গিয়ে গিয়ে বলছেন: “আপনারা এ দনিগুলোতে রোযা রাখবেন না; এ দনিগুলো পানাহারের দনি।” [আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭৩৫৫) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন]

উম্মে হানরি আযাদকৃত দাস আবু মুররা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ বনি আমরের সাথে তার পতি আমর বনি আসরে কাছে যান। তিনি তাদের দুইজনকে জন্ম খাবার পশে করে বলেন: খাও। সবে বলল: আমি রোযা রেখেছি। আমর বললেন: খাও; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দনিগুলোতে আমাদেরকে রোযা রাখতে নষিধে করতেন, রোযা না-রাখার নরিদশে দতিনে। মালকে বলেন: এ দনিগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দনি। [মুসনাদে আহমাদ (১৭৩১৪) ও সুনানে আবু দাউদ (২৪১৮) আলবানী সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করছেন]

সাদ বনি আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নরিদশে দনে আমি যেনে মীনার দনিগুলোতে ঘোষণা করি: “এগুলো পানাহারের দনি; এ দনিগুলোতে রোযা নহে।” অর্থাৎ তাশরকিরে দনিগুলোতে। মুসনাদ গ্রন্থের মুহাক্ককি বলেন: ‘হাদিসটি সহিহ লি গাইরহি।’

সহি বুখারীতে (১৯৯৮) আয়শো (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেন: যে ব্যক্তি হাদরি পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সে ব্যক্তি ছাড়া তাশরকিরে দনিগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দয়া হয়নি।

এ হাদিসগুলোতে ও অন্যান্য আরও কিছু হাদিসে তাশরকিরে দনিসমূহে রোযা রাখতে নষিধে করা হয়েছে।

এ কারণে অধিকাংশ আলমেরে মতে, এ দনিগুলোতে নফল রোযা রাখা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে, রমযানের কাযা রোযা পালন কোন কোন আলমেরে মতে, জায়যে। তবে, সঠিক মতানুযায়ী সটোও নাজায়যে।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৩/৫১) বলেন:

অধিকাংশ আলমেরে মতে, এ দনিগুলোতে নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। তবে, ইবনে যুবাইর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ দনিগুলোতে রোযা রাখতেন। অনুরূপ কথা ইবনে উমর (রাঃ) ও আসওয়াদ বনি ইয়াযদি (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে। আবু তালহা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদরে দুই দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন রোযা রাখা বাদ দতিনে না। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে যে, তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে নষিধোজ্জাওয়ার সংবাদ এ সাহাবীবর্গের কাছে পৌঁছেনি; যদি পৌঁছত তাহলে তাঁরা সটো লঙ্ঘন করতেন না।

পক্ষান্তরে, এ দনিগুলোতে ফরয রোযা রাখা সম্পর্কে দুইটি অভিমত আছে:

এক: এ দনিগুলোতে ফরয রোযা রাখাও নাজায়যে, কেননা এ দনিগুলোতে রোযা রাখতে নষিধে করা হয়েছে। তাই এ দুটি দিন ঈদরে দিনের মত।

দুই: এ দনিগুলোতে ফরয রোযা রাখা সঠিক— ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসের কারণে। তাঁরা বলেন: যে ব্যক্তি হাদরি পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সে ব্যক্তি ব্যতীত তাশরকিরে দনিগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দয়া হয়নি। অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জকারী যদি হাদরি পশু সংগ্রহ করতে না পারে। এ হাদিসটি সহিহ। হাদিসটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী। এর উপর অন্য ফরয রোযাকে কয়্যাস করা হবে।[সমাপ্ত]

হাম্বলি মাযহাবেরে নরিভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে— এ দনিগুলোতে রমযানের কাযা রোযা পালন বৈধ হবে না।

[দখুন: কাশশাফুল ক্বনি (২/৩৪২)]

পক্ষান্তরে, তামাত্তু ও ক্বরান হজ্জকারী হাদরি (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা থাকার বৈধতা ইতপূর্বে উল্লেখিত আয়শো (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদিস প্রমাণ করে। এটি মালকে ও হাম্বলি মাযহাবেরে অভিমত এবং ইমাম শাফয়েরি প্রাচীন অভিমতও এটাই।



তব্বে, হানাফি ও শাফয়ে মাযহাব মতে, তাশরকিরে দনিসমূহে এ রোযাগুলো রাখাও নাজায়যে।

[আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৭/৩২৩)]

অগ্রগণ্য অভিমত: প্রথম অভিমতটি। সটেই হচ্ছে- যবে ব্যক্তি হাদরি (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে পারেনি তার জন্য এ দনিগুলোতে রোযা রাখা জায়যে।

ইমাম নববী (রহঃ) ‘আল-মাজমু (৬/৪৮৬) গ্রন্থে বলেন:

জনে রাখুন, মাযহাবের আলমেদরে নকিট অধিক শুদ্ধ অভিমত হচ্ছে- শাফয়েরি নতুন অভিমতটি অর্থাৎ তাশরকিরে দনিগুলোতে কোন রোযা রাখা বধৈ নয়; তামাত্তু হজ্জকারীর জন্যও নয়, অন্যদরে জন্যও নয়। তব্বে, দলিল বশ্লিষণে অধিক অগ্রগণ্য অভিমতটি হচ্ছে- তামাত্তু হজ্জকারীদরে জন্য এ দনিগুলোতে রোযা রাখা বধৈ। কেননা যবে হাদসি তামাত্তু হজ্জকারীকে রোযা রাখার ছাড় দয়ো হয়ছে সবে হাদসি সহহি; যমেনটি আমরা ইতপূর্ববে উল্লখে করছে। এ হুকুমে ব্যাপারে সবে হাদসিটির বক্তব্য সুনির্দিষ্ট; তাই অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নহৈ।[সমাপ্ত]

জবাবের সারাংশ: তাশরকিরে দনিগুলোতে রোযা রাখা বধৈ নয়; না নফল রোযা, না ফরয রোযা; শুধুমাত্র তামাত্তু হজ্জকারী ও ক্বরান হজ্জকারী হাদরি (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে তার জন্য রোযা রাখা বধৈ।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: ১৩ই যলিহজ্জে নফল রোযা কথিবা ফরয রোযা কোনটা রাখা জায়যে নয়। কেননা এ দনিগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এ দনিগুলোতে রোযা রাখতে বারণ করছেন; শুধুমাত্র তামাত্তু হজ্জকারী ও ক্বরান হজ্জকারী হাদরি (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে তার জন্য রোযা রাখার ব্যাপারে ছাড় দয়িছেন।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৫/৩৮১)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

তাশরকিরে দনি হচ্ছে- ঈদুল আযহার পররে তনি দনি। এ দনিগুলোকে তাশরকিরে দনি বলা হয় যহেতে এ দনিগুলোতে মানুষ রোদরে উত্তাপে গোশত শুকয়ি থাকে; যাতে করে তারা গোশতগুলো মজুদ করলে নষ্ট না যায়। এ তনি দনিরে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দনি”। এ দনিগুলোর ক্ষত্রে শরয়িতরে উদ্দেশ্য হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহর যকিরি করা। তাই এ দনিগুলো রোযা পালনরে উপযুক্ত সময় নয়। এ কারণে ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়শো (রাঃ) বলেন: “যবে ব্যক্তি হাদরি পশু সংগ্রহ করতে পারে নাই সবে ব্যক্তি ছাড়া তাশরকিরে দনিগুলোতে অন্য কাউকে রোযা রাখার অবকাশ দয়ো হয়নি” অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জকারী ও ক্বরান হজ্জকারী



হাদরি (কোরবানীর) পশু সংগ্রহ করতে না পারলে হজ্জের সময় এ তিনদিন রোযা রাখবে এবং হজ্জ থেকে পরবিররে কাছ ফেরি সাতটি রোযা রাখবে। তাই তামাত্তু ও ক্বরিন হজ্জকারী হাদরি পশু না পলে তার জন্য এ দনিগুলতো রোযা রাখা জায়যে; যনে রোযা রাখার পূর্বে হজ্জের মৌসুম শেষে হয়ে না যায়। এ ছাড়া অন্য কোন রোযা এ দনিগুলতো রাখা নাজায়যে। এমনকি কোন ব্যক্তির উপর যদি দুই মাসের লাগাতর রোযা রাখা ফরয হয়ে থাকে সে ব্যক্তি ঈদরে দনি এবং ঈদরে পর আরও তিনদিন রোযা রাখবে না। এ দনিগুলোর পর পুনরায় লাগাতর রোযা থাকা শুরু করবে।

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, ২০/প্রশ্ন নং: ৪১৯]

ইতিপূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ব্যক্তি তামাত্তু হজ্জকারী কথিবা ক্বরিন হজ্জকারী না হয়েও তাশরকিরে দনিগুলতো রোযা রেখেছে কথিবা তাশরকিরে কোন কোন দিনে রোযা রেখেছে তার উপর ফরয হচ্ছে- আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করা। যহেতে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক নষিদিধ বযিয়ে লপ্ত হয়েছে। যদি সে ব্যক্তি রমযানের কাযা রোযা পালন করে থাকেন সটোও জায়যে হবে না। বরং পুনরায় তাকে কাযা পালন করতে হবে।

আল্লাহই ভাল জানেন